বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিজডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৭০৫১/ ২০০৮

ইন দি ম্যাটার অফঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আবেদনপত্র;

এবং

ইন দি ম্যাটার অফঃ

রাজিউল ইসলাম

---দরখাস্তকারীপক্ষে

বনাম

বাংল।দেশ গং

---প্রতিবাদীপক্ষে

জনাব এ,কে,এম, শফিউদ্দিন সঙ্গে

জনাব এম, এ, মান্নান ভূঁইয়া, এ্যাডভোকেটদ্বয়

---দরখাস্তকারী পক্ষে

জনাবা হোসনে আরা বেগম, এ্যাডভোকেট

---প্রতিবাদীপক্ষে

শুনানীঃ জুলাই ১২ ও ২১, ২০১০ ইং

রায় প্রদান ঃ জুলাই ২৯, ২০১০ ইং

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধানমতে একটি রীট আবেদন পত্র।

অত্র রীট আবেদনপত্রটি দরখাস্তকারী-দেনাদার-৫নং বিবাদী, যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত নং ১, দিনাজপুর কর্তৃক মানি ডিক্রী জারী ৭৪৮/২০০৪ নং মামলায় বন্ধককৃত সম্পত্তি, যথা জিলা দিনাজপুর, থানা কোতওয়ালী মৌজা

প্রাণনাথপুর, জে এল নং ৬৩, সি,এস খতিয়ান, ১০১৪, এস,এ, খতিয়ান-১১৪১, সি,এস,ও এস,এ,দাগ নং ৩৯৬, জমির পরিমান ১৮.৫০(সাড়ে আঠার শতাংশ) একর সম্পত্তি নিলাম বিক্রির জন্য ২২-০৭-২০০৮ ইং তারিখে যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহা চ্যালেঞ্জ করিয়া দায়ের করিয়াছেন।

অত্র আদালতের একটি বিজ্ঞ দ্বৈত বেঞ্চ ২২-১০-২০০৮ ইং তারিখে নিম্নোক্ত মর্মে রুল নিশি জারী করেনঃ

> "Supplementary affidavit dated 21.10.08 be form part of the main application.
>
> Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondent Nos. 1 and 2 to show cause as to why the judgment and order dated 22.7.2008 passed by the learned Joint District Judge and Artha Rin Adalat No.1, Dinajpur in Money Decree Jari Case No. 748 of 2004 issuing auction order in connection to the property of District Dinajpur Police Station Kotwali Mouza Prannathpur, J.L. No. 63 C.S. Khatian No. 1014 and S.A. Khatian No. 1141 C.S. and S.A. Plot No. 396 area of the land 0.1850 acres should not be declared to have been made without lawful authority and is of no legal effect and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.
> Pending hearing of the Rule, let the operation of the order dated 22.7.2008 passed by the learned Joint District Judge and Artha Rin Adalat No. 1, Dinajpur in Money Decree Jari Case No. 748 of 2004 be stayed for a period of 3(three) months from date.
>
> The Rule is made returnable within 4(four) weeks' from date.
>
> Requisites for service of notices upon the respondents to be put in within 48 hours failing which the Rule shall stand discharged."

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী নিম্নরূপ ঃ

২নং প্রতিবাদী সোনালী ব্যাংক বাদী হইয়া ২১-৫-১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত পাওনা ২,২৪,৩৮,৫২৩/- টাকা আদায়ের নিমিত্তে ৩-৬ নং প্রতিবাদীকে ১-৪ নং বিবাদী এবং দরখাস্তকারীকে ৫ নং বিবাদীভুক্ত করিয়া প্রথম সাব জজ ও অর্থ ঋণ আদালত, দিনাজপুর, অর্থ ঋণ মোকাদ্দমা নং-১৯/১৯৯৯ দায়ের করেন। সংক্ষেপে বাদীর মোকদ্দমার বিবরণ এই যে, ২-৪ নং বিবাদী প্রকল্প ঋণ এবং চলতি মূলধন বাবদ চারটি খাতে মোট ৫২,০৫,৮০৫/- টাকা ঋণ সুবিধা ভোগ করেন, যাহার বিপরীতে ১ নং বিবাদী কোম্পানীর মিল, অন্যান্য বিবাদীদের সম্পত্তিসহ দরখাস্তকারীর সম্পত্তি যাহা বি তফসিলে উল্লেখিত তাহা বাদী ব্যাংক বরাবরে রেজিষ্ট্রীকৃত বন্ধক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারী গ্যারান্টর হিসাবে বি তফসিলের সম্পত্তি বন্ধক দেন বলিয়া দরখাস্তে উল্লেখ করেন। শর্ত থাকে যে, বিবাদী পক্ষ সুদসহ প্রকল্প ঋণ ২০/১২/১৯৯৫ ইং তারিখে, অতিরিক্ত ঋণ ২৬/০২/১৯৮৯ ইং তারিখে, চলতি মূলধন (হাইপো) ১০/১০/১৯৮৯ ইং তারিখে, চলতি মূলধন (প্লেজ) ১০/১০/১৯৯৮ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

ঋণ মঞ্জুরের পর ২-৪ নং বিবাদী ১ নং বিবাদীর নামে তথা মেসার্স লিজা টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিঃ নামে ব্যবসা শুরু করেন। সেখানে ২ নং বিবাদী শতকরা ৩০% ভাগ, ৩ নং বিবাদী ৪০% ভাগ (দরখাস্তকারীর স্ত্রী) এবং মৃত এম,এ,এম, রিয়াজুল ইসলাম ২নং বিবাদীর পিতা ৩নং বিবাদীর শশুর (১নং বিবাদী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ৩০% ভাগের মালিকানা প্রাপ্ত হন। এম,এ,এম, রিয়াজুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করিলে তাহার অপর এক পুত্র রাফিউল ইসলাম (হিলু) কোম্পানীর

তথা ১নং বিবাদীর পরিচালক হন যাহা ২ ও ৩ নং বিবাদী বাদীকে অবগত করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষ সময়মত ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে প্লেজকৃত কাপড় ০২/০৬/১৯৯৮ ইং তারিখে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে ৩,০৩,৮৬৫.২০/- (তিন লক্ষ তিন হাজার আটশত পয়ষট্টি টাকা বিশ পয়সা) টাকা মাত্র বিক্রি করে পাওনা ঋণের সঙ্গে সমন্বয় করার পরেও উল্লেখিত ৪টি খাতে ঋণের পরিমান ৩০/০৬/১৯৯৮ ইং তারিখ পর্যন্ত দাড়ায় ২,০৭,১২,৯১২.৮০/- (মাত্র দুই কোটি সাত লক্ষ বার হাজার নয়শত বার টাকা আশি পয়সা) টাকা যাহা অপরিশোধিত থাকে। অতঃপর, বাদী ব্যাংক বিবাদীদের ঋণ পরিশোধের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে বিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক অত্র মামলাটি দায়ের করেন। বাদী ব্যাংক উক্ত অর্থ ঋণ মোকাদ্দমা নং-১৯/১৯৯৯ বিচারাধীন অবস্থায় ০১/০৮/২০০০ তারিখে তফসিলের সম্পত্তি রায়ের পূর্বে ক্রোকের নিমিত্তে আবেদন করিলে বিজ্ঞ আদালত ৭ দিনের কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিলে তাহা ০২/০৯/২০০০ ইং তারিখে দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় এবং ২২/০৯/২০০০ ইং তারিখে দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে দরখাস্তকারী ওকালতনামাসহ লিখিত বর্ণনা দাখিলের সময় প্রার্থনা করিয়া ২৭/০৯/২০০০ ইং তারিখে উল্লেখিত অর্থ ঋণ মোকদ্দমায় হাজির হন কিন্তু দরখাস্তকারীর দরখাস্ত ২১/১১/২০০০ ইং তারিখে খারিজ হয়। অতঃপর যথানিয়মে ১২/০৯/২০০১ ইং তারিখে মোকাদ্দমাটি একতরফা রায়-ডিক্রী হয় এবং যথা নিয়মে বাদী ব্যাংক অর্থজারী কেইস নং ৪৪/২০০১ দায়ের করেন, যাহা পরবর্তীতে পুনঃ নম্বর হয় ৭৪৮/২০০৪। অতঃপর দরখাস্তকারী তৃতীয়পক্ষ গ্যারান্টর ও বন্ধকদাতার

সম্পত্তিসহ বন্ধককৃত অন্যান্য সম্পত্তি নিলাম ডাকের ইস্তেহার প্রকাশ হইলে ০১/০৬/২০০৮ ইং তারিখে দরখাস্তকারী অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৫৭ ধারার বিধানমতে এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া দরখাস্তে উল্লেখিত কারণে 'খ' তফসিলের সম্পত্তি নিলাম ডাক হইতে বাদ দেওয়ার প্রার্থনা করেন (এ্যানেক্সার-ডি) কিন্তু বিজ্ঞ আদালত তাহা না-মঞ্জুর করেন। উক্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারী বিজ্ঞ জেলা জজ দিনাজপুর, আদালতে ২৩/০৬/২০০৮ ইং তারিখে দাখিলকৃত সিভিল রিভিশন নং ৫৫/২০০৮-এর বরাতে অর্থ জারী ৭৪৮/২০০৪ নং কেইসের কার্যএ্রম স্থাগিত রাখার আদেশ প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিলে তাহা ২২/০৮/২০০৮ ইং তারিখে বিজ্ঞ আদালত না-মঞ্জুর করেন। সেই আদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্তকারী এই রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন।

দরখাস্তকারীর নিবেদন হইলে, তিনি শুধুমাত্র তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টার, তিনি কোন ঋণভোগ করেন নাই। তর্কিত রায়-ডিক্রি একতরফা, দরখাস্তকারীর বন্ধককৃত সম্পত্তি একটি বাস্তুভিটা, তাহা বাদ দিয়া দরখাস্তকারীদের বন্ধককৃত অন্যান্য সম্পত্তি নিলাম বিক্রি করিয়া ডিক্রিদারের পাওনা আদায় সম্ভব এবং অর্থঋণ আদালতের বিধান অনুযায়ী প্রথমে মূল ঋণ গ্রহীতা বিবাদীর এবং অতঃপর যথাএ্রমে তৃতীয় পক্ষ বন্ধক দাতা তথা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর এর সম্পত্তি যতদূর সম্ভব আকৃষ্ট করিবে এবং যেহেতু দরখাস্তকারী শুধুমাত্র তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা ও গ্যারান্টর সেইহেতু মূলঋণ গ্রহীতাদের সম্পত্তি আগে বিএ্রয় করিতে হইবে এবং টাকা সমন্বয় না হইলে তখন তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতার ও তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর এর সম্পত্তি বিএ্রয় করিবার নিয়ম কিন্তু এই নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে।

রীট মোকদ্দমা শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সর্বজনাব এ,কে,এম শফিউদ্দিন সঙ্গে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান এবং জনাব এম, এম, মান্নান ভূঁইয়া হাজির হইয়া দরখাস্তকারীর দরখাস্তের বর্ণনা সমর্থন করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, দরখাস্তকারীর মূল ঋণ গ্রহীতা নহেন, তিনি ঋণ ভোগ করেন নাই, এবং ঋণের সুবিধাভোগী ও নহেন; তিনি শুধুমাত্র একজন তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা গ্যারান্টর মাত্র। তাই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ধারা ৬(৫) উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী মূল ঋণ গ্রহীতা বিবাদী এবং অতঃপর, যথাক্রমে তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা ও তৃতীয়পক্ষ গ্যারান্টর এর সম্পত্তি যতদূর সম্ভব আকৃষ্ট করিতে হইবে। কিন্ত তাহা অনুসরণ না করিয়া সরাসরি দরখাস্তকারীর তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতার সম্পত্তি মূল ঋণ গ্রহীতা বিবাদী/দায়িকদের সঙ্গে নিলামে বিক্রয়ের নোটিশ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা দরখাস্তকারীর মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করিয়াছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, মূল ঋণের টাকা হইতেছে ৫২,০৫,৮০৬/- (বায়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত ছয় টাকা) অথচ নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বাদী ব্যাংক ডিক্রিদারের প্রাপ্য দেখা যাইতেছে ৩,০৮,৩৩,২৭৭/- (তিন কোটি আট লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত সাতাত্তর টাকা), যাহা অর্থ ঋণ আদালত আইনের ৪৭ ধারার পরিপন্থী। কেননা এই ধারার বিধান অনুযায়ী-সমুদয় দাবী আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০% (১০০+২০০=৩০০ টাকা) এর অধিক হইতে পারিবেনা। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় রুলটি ন্যায় বিচারের স্বার্থে চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করার প্রার্থনা জানান।

অন্যদিকে ২ নং প্রতিবাদী-ডিক্রিদার-বাদী সোনালী ব্যাংকের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাবা হোসনে আরা বেগম এফিডেভিট-ই-অপজিশন দাখিল করিয়া দরখাস্তকারীর মূল বিষয়গুলি অস্বীকার করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তর্কিত

বন্ধককৃত সম্পত্তি দরখাস্তকারী প্রথমে Memorandum of deposit of title deed (cggvi¨ানডাম অব ডিপজিট অব টাইটেল ডিড) এর আওতায় ২নং প্রতিবাদী-ডিক্রিদার-বাদীর বরাবরে জমা দেন, পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে Deed of Second Mortgage (ডিড অব সেকেন্ড মর্গেজ) হিসাবে বন্ধক দেন এবং রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে General Irrevocable Power of Attorney (জেনারেল ইররিভোকাবল পাওয়ার অব এ্যাটর্নী) মূলে হস্তান্তর করেন, তাহাছাড়া ২নং রেসপনডেন্ট বরাবরে D.P. Note, Letter of Continuation, Letter of personal guarantee (ডি,পি নোট, লেটার অব কন্টিনিউয়েশন, লেটার অব পারসোনাল গ্যারান্টি) স্বাক্ষর করিয়া দেন এ্যানেক্সার-২(১)-২(৫)। দরখাস্তকারী ২ নং প্রতিবাদীর পাওনা পরিশোধ করিতে আইনগত বাধ্য কেননা তিনি শুধুমাত্র ঋণের বন্ধকদাতা গ্যারান্টরই নহেন বরং তিনি মূলঋণ গ্রহীতা হিসাবে তাঁহার স্ত্রী ৫ নং প্রতিবাদীর (৩ নং বিবাদী) মাধ্যমে ঋণভোগকারী হিসাবে গণ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বন্ধককৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অনেকবার নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইলেও কোন ডাক পড়ে নাই। সর্বশেষ ২৭-০৮-২০০৮ ইং তারিখে শুধুমাত্র ১ নং ক্রমিকের তফসীলের সম্পত্তির/শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নিলাম ডাক উঠে মাত্র ৪,৫২,০০০/- (মাত্র চার লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা (এ্যানেক্সার-এফ)। যাহা অপর্যাপ্ত বিধায় জারী অদালত বাতিল করেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, অর্থঋণ আদালত আইনের আওতায় দরখাস্তকারীর অর্থ ঋণ আদালতের কোন আদেশ কিংবা রায় ডিক্রির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের তথা আপীল এবং রিভিশনের বিধান রহিয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারী সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী অত্র রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের

করিয়াছেন, যাহা ভুল ধারণার বশবর্তী বিধায় রক্ষণীয় নয়। অতএব, রক্ষণীয়তার অভাবে খরচসহ রীট মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেবের বক্তব্যের সার কথা হইতেছে দরখাস্তকারী শুধুমাত্র ৩য় পক্ষ গ্যারান্টর ও বন্দকদাতা বিবাদী পক্ষ মাত্র, সেহেতু অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রথমে মূল ঋণ গৃহিতা বিবাদী পক্ষের সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে এবং তৎপর গ্যারান্টর এর সম্পত্তি যতদুর সম্ভব আকৃষ্ট করিবে, কিন্ত সেই বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয় নাই এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৭ ধারার বিধান ও প্রতিপালন না করার জন্য দরখাস্তকারীর মৌলিক অধিকার খর্ব করা হইয়াছে বিধায় রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হইবে।

অন্যদিকে ২নং প্রতিবাদী-ডিক্রিদার-বাদী সোনালী ব্যাংকের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাবা হোসনেআরা বেগমের মূল বক্তব্য এই যে, বর্তমান দরখাস্তটি রীট এখতিয়ারে রক্ষণীয় নহে, কেননা অর্থঋণ আদালতের রায়-ডিক্রী, আদেশের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিকারের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে। তাহা প্রতিপালন না করিয়া ভুল ধারনার বশবর্তী হইয়া দরখাস্তকারী অত্র রীট আবেদনটি দায়ের করিয়াছেন।

আমাদের সামনে এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে দরখাস্তকারী অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা এবং একই আইনের ৪৭ ধারার বিধান ভঙ্গ করিয়া অত্র অর্থঋণ মোকদ্দমা

দায়ের হইয়াছে কিনা? অন্য দিকে ২নং প্রতিবাদী-ডিক্রীদার-বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী অত্র রীট মোকদ্দমা রক্ষণীয় কিনা?

সর্ব প্রথম অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারীর প্রতিকার বিশ্লেষণ করিব সেইক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ৬(৫)ধারার বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইলে যাহা;

"(৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূল ঋণ গ্রহীতার (Principal debtor)বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সময়, তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে, উহাদিগকে বিবাদী পক্ষ করিবে; এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রী, সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে ও পৃথক ভাবে (Jointly and severally) কার্যকর হইবে এবং ডিক্রী জারীর মামলা সকল বিবাদী দায়িকের বিরুদ্ধে একই সাথে পরিচালিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রী জারীর মাধ্যমে দাবী আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে আদালত প্রথমে মূল ঋণ গ্রহীতা বিবাদীর এবং অতঃপর যথাক্রমে তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) ও তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) এর সম্পত্তি যতদুর সম্ভব আকৃষ্ট করিবে।

আরো শর্ত থাকে যে, বাদীর অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রীর দাবী তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third Party Mortgagor) অথবা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third Party Mortgagor) পরিশোধ করিয়া থাকিলে উক্ত ডিক্রী যথাক্রমে তাহাদের অনুকূলে স্থানান্তরিত হইবে এবং তাহারা মূল ঋণগ্রহীতার (Principal debtor) বিরুদ্ধে উহা প্রয়োগ বা জারী করিতে পারিবেন।"

আমরা এখন দেখিব দরখাস্তকারী অত্র রীট মোকদ্দমার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত ধারার আলোকে শুধুমাত্র তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর কিনা? না কি তিনি ঋণ ভোগকারী হিসাবে মূল ঋণ গ্রহীতা হিসাবে গণ্য হইবেন?

আমরা দরখাস্তকারীর দরখাস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, দরখাস্তকারী ৫নং প্রতিবাদীর স্বামী যিনি মূল অর্থ ঋণ মোকদ্দমার ৩নং বিবাদী এবং অর্থ জারী মামলার ৩নং দায়ীক বটে। দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে ৩ এর (ডি)নং অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেন যে ৩নং বিবাদী তথা ৫নং প্রতিবাদী ১নং বিবাদী তথা ৩ নং প্রতিবাদী কোম্পানীর ৪০% শতাংশের শেয়ারের মালিক। অবস্থা দৃষ্টিতে ইহা বিশ্বাস করা যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, দরখাস্তকারী তাহার স্ত্রীকে তথা ৫নং প্রতিবাদী/৩ নং বিবাদী কে কাগজ কলমে দেখাইয়া তিনি পর্দার আড়ালে ১ নং বিবাদী কোম্পানী তথা ৩নং প্রতিবাদীর মূল কর্ণধার এবং পর্দার অন্তরালে মূল ঋণ গ্রহিতা বিবাদী, অধিকন্ত ২নং প্রতিবাদী-ডিক্রিদার-বাদী সোনালী ব্যাংকের পক্ষে দাখিলকৃত এফিডেভিট-ই-অপজিশন "এ্যানেক্সার-২" সিরিজ হইতে দেখা যায় দরখাস্তকারী তাহার দাবীকৃত তর্কিত বন্ধককৃত সম্পত্তি Memorandum of deposit of title deed (cggvi¨ানডাম অব ডিপজিট অব টাইটেল ডিড) ২নং প্রতিবাদী-ডিক্রিদার-বাদীর বরাবরে প্রথমে জমা দেন, পরবর্তীতে রেজিষ্টিকৃত দলিল Deed of Second Mortgage (ডিড অব সেকেন্ড মর্গেজ) হিসাবে বন্ধক দেন এবং রেজিষ্টিকৃত General Irrevocable Power of Attorney (জেনারেল ইররিভোকাবল পাওয়ার অব এ্যাটর্নী) মূলে হস্তান্তর করেন, তাহা ছাড়া ২নং প্রতিবাদী-ডিক্রিদার-বাদীর বরাবরে দরখাস্তকারী D.P. Note, Letter of Continuation, letter of personal guarantee (ডি,পি নোট, লেটার অব

কন্টিনিউয়েশন, লেটার অব পারসোনাল গ্যারান্টি) স্বাক্ষর করিয়া দেন, যে সব দলিলপত্র, বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় দরখাস্তকারী শুধু অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৬(৫) এর বিধান অনুযায়ী শুধু কেবল মাত্র তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা বা তৃতীয়পক্ষ গ্যারান্টর নয় বরং তিনি ৫নং প্রতিবাদী যথা ৩নং বিবাদী তাহার স্ত্রীকে সামনে রাখিয়া সমস্ত কলকাঠি নাড়িয়াছেন এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে সবকিছু পরিচালনা করিয়াছেন। তাহার স্ত্রীর নামের শেয়ারের সর্বোচ্চ অংশই তাহা প্রমাণ করে সেই ক্ষেত্রে আইনের ৬(৫) ধারা অনুযায়ী ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তাহাকে মূল ঋণ ভোগকারী বলিয়া গণ্য করিতে আমাদের দ্বিধা হইতেছে না।

অধিকন্তু ৩ নং প্রতিবাদী ১নং বিবাদী কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন দরখাস্তকারীর পিতা, যাহার মালিকানার শেয়ার ছিল ৩০% শতাংশ, মোকদ্দমা চলাকালীন সময় তিনি ইন্তেকাল করায় তাহার উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত বিবাদী হিসাবে ও দরখাস্তকারী ঋণ গৃহীতা হিসাবে মূল বিবাদী হিসাবে গণ্য হইবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সহজভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলে ইহা সুস্পস্ট প্রতীয়মান যে দরখাস্তকারী একই সাথে মূল ঋণ গ্রহীতা বিবাদী, তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা এবং তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর হিসাবে গণ্য হইবেন। সেই হিসাবে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৬(৫)ধারার বিধান অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর/তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা হিসাবে দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। তাহাকে মূল ঋণগ্রহীতা হিসাবে সকল দায় দায়িত্ব আইনতঃ বহন করিতে হইবে। কেননা তিনি ৬(৫) ধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর নহে; তিনি ঋণের ভোগকারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও বটে।

যেহেতু আমাদের বিবেচনায় দরখাস্তকারী মূল ঋণ গ্রহীতা বিবাদী, সেহেতু একতরফা রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে কিংবা ২২.০৭.২০০৮ ইং তারিখের নিলাম বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীর অর্থঋণ আইনের কোন বিধান অনুযায়ী প্রতিকার পাওয়ার বিধান ছিল কি না ?

দরখাস্তকারীর বর্ণনায় কথিত অর্থ ঋণ মোকদ্দমার বিষয় প্রথম জানিতে পারেন বিগত ০২-০৯-২০০০ ইং তারিখ যখন দৈনিক করতোয়া এবং ২২-০৯-২০০০ ইং তারিখ দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় বন্ধকী সম্পত্তি রায়ের পূর্বে ক্রোকের নিমিত্তে ০১-০৮-২০০০ ইং তারিখের বাদী ব্যাংকের দরখাস্তের ভিত্তিতে নির্ধারণ পূর্বক উল্লেখিত পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। অতঃপর দরখাস্তকারী ২৭-০৯-২০০০ ইং তারিখ ওকালতনামাসহ কোর্টে হাজির হইয়া লিখিত বর্ণনা দাখিল করিবেন মর্মে সময়ের দরখাস্ত করেন এবং দরখাস্তকারীর এই দরখাস্ত বিগত ২১-১১-২০০০ ইং তারিখ খারিজ হয়। উল্লেখ্য যে, মোকদ্দমাটি ২৯-১১-২০০১ ইং তারিখ একতরফা ডিক্রি হয়। প্রতীয়মান যে দরখাস্তকারী সর্বপ্রথমে অর্থ ঋণ মোকদ্দমার কথা জানিতে পারেন ০২.০৯.২০০০ যখন মোকদ্দমার তফসিলের সম্পত্তি ক্রোকের নিমিত্তে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পায় এবং তদানুযায়ী ২৭.০৯.২০০০ ইং তারিখে ওকালতনামাসহ বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ ঋণ মোকদ্দমায় হাজির হন তথা মোকদ্দমার বিষয় তিনি যথাযথভাবে অবগত হইয়াছেন কিন্তু অর্থ ঋণ মোকদ্দমা ২৯.০১.২০০১ ইং তারিখে একতরফা-রায় ডিক্রি হওয়ার পরও দরখাস্তকারী কোন আইনগত পদক্ষেপ নেন নাই তথা দরখাস্তকারী ২১/১১/২০০০ ইং তারিখে দরখাস্তকারী দরখাস্ত খারিজ হওয়ার পর দীর্ঘ ০৮ বৎসর অত্র মোকদ্দমার আর কোন খোঁজ খবর না রাখিয়া হঠাৎ করে ০১-০৬-২০০৮ ইং তারিখ অর্থ জারী

মামলা নং-৭৪৮/২০০৪ তে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৫৭ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রক্রিয়াধীন নিলাম কার্যক্রম স্হগিত রাখার আবেদন করেন, যাহা না মঞ্জুর হইলে দরখাস্তকারী বিজ্ঞ জেলা জজ, দিনাজপুর আদালতে ২৩-০৬-২০০৮ ইং তারিখ সিভিল রিভিশন নং-৫৫/২০০৮ দায়ের করেন; যাহা ২৪-০৭-২০০৮ ইং তারিখে নিম্মোক্ত আদেশ মূলে (Dismissed) খারিজ হয়।

> "অদ্য উভয় পক্ষের উপস্হিতিতে রক্ষণীয় বিষয় শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। প্রার্থী পক্ষ (দরখাস্তকারী) হাজিরা দিয়াছেন ১নং প্রতিপক্ষ (২নং রেসপনডেন্ট) রিভিশন দরখাস্ত নাকচের প্রার্থনায় দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।
>
> "শুনিলাম ও দেখিলাম নথি দৃষ্টে লক্ষ্য করা যায় যে, মোকদ্দমার ডিক্রিকৃত টাকার পরিমান ৩,০৮,৩৩,২৭৭.০০ টাকা।

উপরোক্ত অবস্হাধীনে অত্র সিভিল রিভিশন মোকদ্দমাটি আদালতে রক্ষণীয় নহে। সেমতে,

আদেশ হয় যে,

অত্র সিভিল রিভিশনটি অচল গণ্যে অগ্রাহ্য হইল।"

এখানে দরখাস্তকারীর প্রথম প্রতিকার ছিল ২৯.০১.২০০১ ইং তারিখে একতরফা রায়-ডিক্রী হওয়ার পর অর্থঋণ আদালত আইন ১৯৯০ এর ৬(২) ধারার বিধান অনুযায়ী একরতফা রায় ও ডিক্রী রদ ও রহিতের সুযোগ গ্রহণ করা, যদিও একতরফা রায় ও ডিক্রির পূর্বে দরখাস্তকারী মোকদ্দমার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন এবং যথাযথ ওকালতনামা যোগে দরখাস্তসহকারে বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিমিত্তে হাজির হইয়াছিলেন।

বিষয়টি পূর্ণাঙ্গরুপে পরিস্কার করার জন্য ১৯৯০ সালের অর্থ ঋণ আইনের ৬(২) ধারাটি এখানে বর্ণিত হইল-

"৬। অর্থ ঋণ আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। - (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কোন অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন একতরফা ডিক্রী রদ করার জন্য বিবাদী Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর Order IX এর Rule 13 এর বিধান মোতাবেক আদালতে দরখাস্ত করিতে চাহিলে তাহাকে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীকৃত অর্থের অন্তত অর্ধেক অর্থ বা উহার সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক জামানত দরখাস্তের সহিত আদালতে জমা করিতে হইবে এবং উক্তরুপ জমা করা না হইলে তাহার দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না ।"

কিন্তু দরখাস্তকারী আইনের সে সুযোগটি গ্রহণ না করিয়া আইন আদালতের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক দীর্ঘদিন ঘুমন্ত থাকিয়া বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম ইস্তেহার প্রকাশের পর ০১.০৬.২০০৮ ইং তারিখে অর্থ জারী মামলায় অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৫৭ ধারায় দরখাস্ত প্রদান করিলে আদালত তাহা খারিজ করেন, যাহার ফলে দরখাস্তকারীর উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪১ ধারার বিধান অনুযায়ী যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল কিন্তু দরখাস্তকারী ৪১ ধারার বিধান উপেক্ষা করিয়া উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জেলা জজ, দিনাজপুর আদালতে সিভিল রিভিশন দায়ের করেন, যাহা সম্পূর্ণভাবে আইনকে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করিয়া প্রচলিত আইন এর সঙ্গে প্রতারণার শামিল। যেখানে অর্থ ঋণ আদালত আইনে মোকদ্দমার কোন পক্ষ কোন অর্থঋণ আদালতের আদেশে ক্ষুব্ধ হইলে ৪১ ধারার বিধান অনুযায়ী সুস্পষ্ট প্রতিকারের বিধান

রহিয়াছে। সেখানে দরখাস্তকারী ইচ্ছাকৃতভাবে ৪১ ধারার বিধান অনুযায়ী সুযোগ না নিয়া অর্থজারী মামলাকে তথা ব্যাংকের পাওনা টাকা পরিশোধে বিলম্বের তথা অযথা সময় ক্ষেপণের জন্য জঘণ্য প্রতারনার আশ্রয় নিয়া দিনাজপুর বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে কথিত রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালত যথার্থই রক্ষণীয়তার অভাবে অগ্রাহ্য মূলে খারিজ করিয়াছেন। অর্থঋণ আদালত আইনের ৪১ ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারীর যে সুযোগ ছিল তাহা পরিস্কারভাবে বোধগম্যের জন্য ৪১ ধারাটি নিম্নে বর্ণিত হইল।

যথাঃ-

> **"ধারা- ৪১। আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান**।-(১) মামলার কোন পক্ষ, কোন অর্থ ঋণ আদালতের আদেশ বা ডিক্রী দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, যদি ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরবর্তী (৩০) দিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে, এবং যদি ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা তদ্অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে জেলা জজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।
>
> (২) আপীলকারী, ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণের ৫০% এর সমপরিমাণ টাকা বাদীর দাবীর আংশিক স্বীকৃতিস্বরূপ নগদ ডিক্রীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, অথবা বাদীর দাবী স্বীকার না করিলে, জামানতস্বরূপ ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমা করিয়া উক্তরূপ জমার প্রমাণ দরখাস্ত বা আপীলের মেমোর সহিত আদালতে দাখিল না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল কার্যার্থে গৃহীত হইবে না।
>
> (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও, বিবাদী-দায়িক ইতিমধ্যে ১৯(৩) ধারার বিধানমতে ১০% (দশ শতাংশ) পরিমাণ টাকা নগদ অথবা জামানত হিসাবে জমা করিয়া থাকিলে, অত্র ধারার অধীনে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে

উক্ত ১০% (দশ শতাংশ) টাকা উপরি-উল্লিখিত ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) টাকা হইতে বাদ হইবে।

(৪) উপরি-উল্লিখিত বিধানাবলী সত্ত্বেও, বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে কোন আপীল দায়ের করিলে, উহাকে উপরি-উল্লিখিত মতে কোন টাকা বা জামানত জমা দান করতে হইবে না।

(৫) জেলা জজ কোন আপীল গ্রহণ করা মাত্রই লিখিতভাবে উল্লেখ করিবেন যে, তিনি নিজেই উক্ত আপীল শুনানী করিবেন কি না, এবং তিনি নিজে উক্ত আপীল শুনানী না করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, অনতিবিলম্বে উক্ত আপীলটি শুনানীর জন্য তাহার অধিক্ষেত্রের অধীন কোন একজন অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট, যদি থাকে, প্রেরণ করিবেন; এবং কোন অতিরিক্ত জেলা জজ না থাকিলে, জেলা জজ নিজেই উক্ত আপীল শ্রবণ করিবেন।

(৬) আপীল আদালত, আপীল গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে, এবং ৯০(নব্বই) দিবসের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবেন।"

অর্থ ঋণ আদালত আইন একটি বিশেষ আইন প্রথমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অর্থ ঋণ আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৯ইং জারী করেন, যাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল;-

"যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু অর্থঋণ অধ্যাদেশ জারী করা হইল।"

অত্র অধ্যাদেশটি ১৯৯০ সালে ৪নং আইন বলে "অর্থঋণ আদালত আইন ১৯৯০" নামে আইনে গণ্য হয়, যেখানে সর্বসাকুল্যে মাত্র ১১টি ধারা ছিল। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর

সংশোধন কল্পে আবার ও সংশোধন করা হয়। যাহা অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ হিসাবে গণ্য হয় এবং অর্থঋণ আদালত আইন ১৯৯০ রহিত করা হয়। যেখানে প্রয়োজনের তাগিদে আইন পরিষদ আরো নতুন নতুন ধারা সংযোজন করেন যাহার ফলে মোট ধারা হয় ৬০টি। তৎপর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বকেয়া ঋণ আদায়ের উল্লেখযোগ্য পূর্বক সফলতা লাভ না করার কারনে পুনরায় অর্থ ঋণ আইন ২০০৩ এর কিছু কিছু ধারা প্রথমে ৩৯ নং অধ্যাদেশ ২০০৭ বলে এবং পরবর্তীতে ২০১০ সনের ১৬নং আইন বলে সংশোধন করা হয়, যাহার প্রারম্ভিক নিম্নরূপঃ

"যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।"

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য ১৯৮৯ .সালে অর্থঋণ আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে অর্থঋণ আদালত আইনের উম্মেষ ঘটে এবং মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আইনটি সংশোধন ও সংহতিকরনকল্পে নানাবিধ সংশোধন-সংযোজন প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারন ও উদ্দেশ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণসমূহ যাহাতে যথাযথভাবে আদায় হয়। সেই বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানসহ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

অর্থঋণ আদালত আইন একটি বিশেষ আইন এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আইনের উদ্ভব, আইন পরিষদ ও আইন প্রণেতাগন যে উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়া আইন পাস করেন এবং বারবার তাহার অধিকতর সংশোধন, সংযোজন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাই সেই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসারতা পরিলক্ষিত হইলে মূলতঃ

বিশেষ আইনের বিশেষত্বই ব্যাহত হয়। সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষেত্রে বিশেষ আইন বিশেষত্বেরই দাবীদার। অর্থ ঋণ আদালত আইন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পস্ট সুযোগ সুবিধা দিয়ে বিধিবদ্ধ একটি সমৃদ্ধ বিশেষ আইন, সেই বিশেষ আইন বিশেষ বিশেষ ধারাগুলির প্রতি সুস্পষ্ট মনোনিবেশের প্রাধান্য ব্যতিরেকে কোন সুযোগ বা সুবিধা পাইতে কেহই অগ্রগণ্য নয়। অর্থঋণ আদালত আইন অন্য বিশেষ বিশেষ আইনের চেয়েও একটু বেশি বিশেষত্ব দাবী রাখে, যাহা অত্র আইন এর ৩,৬,২০,২৬,৪০,৪৬ ধারায় সুস্পস্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নরুপঃ

"ধারা-৩। আইনের প্রাধান্য।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে।"

"**ধারা-৬ । বিচার পদ্ধতি**।-(১) এই আইনের অধীন অর্থঋণ আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলার বিচার বা নিষ্পত্তি সম্পর্কিত কার্যক্রমে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, The Code of Civil Procedure, 1908 এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"

"**ধারা-২০।** অর্থ ঋণ আদালতের আদেশের চূড়ান্ততা।-এই আইনের বিধান ব্যতিরেকে, কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন কোন কার্যধারা বা উহার কোন আদেশ, রায় বা ডিক্রীর বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, এবং এই আইনের বিধানকে উপেক্ষা করিয়া কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া কোন প্রতিকার দাবী বা প্রার্থনা করা হইলে, ঐরূপ আবেদন কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করিবে না।"

"**ধারা-২৬। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের প্রয়োগ**- The Code of Civil Procedure, 1908 এর অধীন মানি ডিক্রী জারী সংক্রান্ত বিধানাবলী, এই

আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন ডিক্রী জারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।"

"**ধারা-৪০। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের প্রয়োগ**-এই পরিচ্ছেদের অধীন আপীল ও রিভিশন কার্যক্রমে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"

"**ধারা-৪৬। মামলা দায়ের সম্পর্কিত বিশেষ বিধান ও সময়সীমা**-The Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ ভিন্নতর বিধান যাহাই থাকুক না কেন, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পাদিত চুক্তি বা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে ঋণ পরিশোধ সূচী (Repayment schedule) অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ শুরু হইবার পরবর্তী-

(ক) প্রথম এক বৎসরে প্রাপ্য অর্থের অন্যূন ১০%, অথবা

(খ) প্রথম দুই বৎসরে প্রাপ্য অর্থের অন্যূন ১৫%, অথবা

(গ) প্রথম তিন বৎসরে প্রাপ্য অর্থের অন্যূন ২৫%।

পরিমাণ অর্থ আদায় না হইলে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উহার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে মামলা দায়ের করিবে।"

অর্থঋণ আদালত আইনের উল্লেখিত ধারাগুলিতে এই আইনের বিশেষত্ব সম্পর্কে এত বেশী গুরুত্ব দিয়া বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেরই, অন্যথায় আইনের অপপ্রয়োগ ও অপব্যাখ্যায় বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতির আশংকাই বেশী এবং আইন প্রণেতাদের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিশেষ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অচল অবস্থায় সৃষ্টি হইবে।

যেহেতু অর্থঋণ আদালত আইন বিশেষ আইন সেহেতু তাহার সাথে অসংগতিপূর্ণ না হইলে কেবল মাত্র ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য বিধির সংশ্লিষ্ট বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে, যাহা আইনের ৩,৬,২০,২৬,৪০,৪৬ ধারায় সুস্পস্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

উল্লেখিত ধারাগুলিতে অর্থঋণ আদালত আইনের বিধানগুলিকে বিশেষ আইন হিসাবে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ১৩ এম,এল,আর(এডি) ২৫৩, কোরিয়া বাংলাদেশ ফুড প্রডাক্টস লিঃ-বনাম-ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ গং মোকদ্দমার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সর্বোচ্চ আদালতে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ”Artha Rin Adalat Ain being a special statute shall prevail over all other laws including the Code of Civil Procedure, 1908.”

সেক্ষেত্রে আমাদের এখন মূখ্য আলোচ্য বিষয় দরখাস্তকারী এই সকল ধারার উল্লেখিত বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে তথা অর্থঋণ আদালত আইনে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ও প্রতিকার গ্রহণের সুযোগ না নিয়া সংবিধানের ১০২ ধারায় যে রীট আবেদন করিয়াছেন তাহা রক্ষণীয় কিনা?

প্রথমতঃ দাখিলকৃত এ্যানেক্সার ও দরখাস্তকারীর বর্ণনা ও অন্যান্য দলিলপত্র অনুযায়ী ইতিপূর্বে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা মতে ইহা সুস্পষ্ট যে দরখাস্তকারী শুধুমাত্র তৃতীয়পক্ষ বন্ধকদাতা বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর নহে তিনি প্রকারান্তরালে মূল ঋণ গ্রহিতা ও ঋণ ভোগকারী মূল বিবাদী হিসাবে গণ্য হইবে। সেক্ষেত্রে সর্ব প্রথম

দরখাস্তকারীর অর্থঋণ আদালত আইন ১৯৯০ এর ৬(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ২৯.০১.২০০১ ইং তারিখের একতরফা রায় ও ডিক্রি রদের দরখাস্ত দাখিলের সুযোগ ছিল, যাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ দরখাস্তকারী কর্তৃক অর্থঋণ আদালত আইনের ৫৭ ধারার ০১.০৬.২০০৮ ইং তারিখের দরখাস্ত না-মঞ্জুর হইলে আইনের ৪১ ধারার বিধান অনুযায়ী উক্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে আপীল করার সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত বিধান রহিয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারী সেই সুযোগও গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধানকে পাশ কাটিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞার ছলে বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, দিনাজপুরে ২৩.০৬.২০০৮ ইং তারিখের সিভিল রিভিশন-৫৫/২০০৮ দাখিল করিলেন। যাহা অচলগণ্যে না-মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারীর সার্বিক আচার আচরণে প্রতীয়মান যে তিনি কিভাবে ২নং প্রতিবাদীর পাওনা পরিশোধ না করা যায় বা অযথা বিলম্ব ঘটানো যায় তাহার ব্যর্থ চেষ্টায় আইনকে সম্পূর্ণরুপে অবজ্ঞা করিয়া ইচ্ছাকৃত এই আজগুবি সব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা পরোক্ষভাবে আইন/আদালত অবমাননার শামিল। দরখাস্তকারী যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতেন তবে যখন তিনি প্রথম ২৭/৯/২০০০ ইং তারিখে অর্থ ঋণ মোকদ্দমায় হাজির হইয়াছিলেন সেই দিন হইতে মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকিবেন এবং আইন অনুযায়ী মোকদ্দমায় পদক্ষেপ নিতেন। নথি দৃষ্টিতে দেখা যায় যে দরখাস্তকারী প্রথমে অর্থঋণ মোকদ্দমায় হাজির হন, যখন মোকদ্দমার বন্ধকী সম্পত্তির ক্রোকের নোটিশ ২২.০৯.২০০০ ইং তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হন; তৎপর দীর্ঘদিন ঘুমন্ত থাকিয়া আবার যখন বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম ইস্তেহার ০১.০৬.২০০৮ ইং তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন। ইহা হইতে দরখাস্তকারীর আচরণে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে তিনি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত ২নং

প্রতিবাদীর প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ না করার সর্ব প্রকার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছেন যাহা কোনরুপ একজন সুনাগরিক আচরণ হিসাবে গণ্য হইতে পারে না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর নিবেদন মোতাবেক দরখাস্তকারী আইনের ৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাইতে হকদার নহে। কেননা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অর্থঋণ মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল ১৯৯০ সালের অর্থঋণ আদালত আইন অনুযায়ী এবং একতরফা-রায় ডিক্রি হয় ২৯/১১/২০০১ ইং তারিখে, যদিও দরখাস্তকারী ২৭/০৯/২০০০ ইং তারিখে মোকদ্দমায় হাজির হইয়া আর কোন পদক্ষেপ নেন নাই। আর আইনের ৪৭ ধারা সংযোজন হয় ২০০৩ সালের ৮নং আইন বলে ১০ মার্চ ২০০৩ সালে। সেই ক্ষেত্রে আইনের ৬০(২) ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারী ২০০৩ সালের অর্থঋণ আদালত আইনের ৪৭ ধারার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন, বিধায় আমরা দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর নিবেদন বিবেচনায় নিতে আইনগত অক্ষম।

আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে সুস্পষ্টভাবে ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইয়াছে যে অর্থঋণ আদালত আইন সেখানে সুনির্দিষ্ট বিকল্প প্রতিকার পাওয়ার বিধান রহিয়াছে সেখানে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে রীট এখতিয়ারের দরখাস্ত করার কোন এখতিয়ার নাই। যাহা সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকলের প্রতি বাধ্যবাধ্যকর আইনে রূপ নিয়াছে। এক্ষেত্রের সর্বোচ্চ আদালতের নিম্মোক্ত সিদ্ধান্তগুলি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য;-৮ এম,এল,আর (এডি) ১৪৮, মোহাম্মদ নিলুফা ইয়াসমিন (নিলা)-বনাম-অর্থ ঋণ আদালত মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The High Court Division on consideration of the materials on record summarily rejected the writ petition holding that the writ petitioner though filed a written statement before

the trial Court she allowed the suit to be decreed exparte and pleas that has taken has not been agitated before the trial Court. The High Court Division found that when there is alternative remedy available the writ petitioner may avail that and in such circumstances the writ petition cannot be maintained." (Para-2)

৫৪ ডিএলআর (এডি) ৬, গাজী এম, তৌফিক বনাম অগ্রণী ব্যাংক লিঃ গং মোকদ্দমায় যেখানে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,

"The law is now settled that since specific provision for appeal has been made against the judgment and decree passed by the Artha Rin Adalat no application under Article 102 lies against such judgment and decree." (Para-3)

৪৬ ডিএলআর এর (এডি) ১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত জহিরুল ইসলাম বনাম ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ মামলায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়;

"That the suit against the petitioner was based by limitation and in excess of the Court's jurisdiction are matters to be agitated in appeal and not under the writ jurisdiction."

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বনাম অর্থ ঋণ আদালত মামলায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাহা ২৬বিএলডি(এডি) পৃষ্ঠা ২৫০ এবং ৫৯ ডিএলআর (এডি) ৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়;

"Any person may move the High Court Division under Article 102 of the Constutution if any other equally efficatious remedy is not available in the law of the country. But on persual of Section it appears that there is equally efficacious remedy available to the defendant petitioner and nothing has been mentioned what prevented

the defendant petitioner from preferring the appeal as provided by law. There being specific remedy in the stature for filing appeal against the judgment and decree of the Artha Rin Adalat in the present case the defendant not availing of the aforesaid remedy cannot maintain the writ petitions. Inspite of the fact that the law in the matter has been settled long back petitions are unnecessarily filed under Article 102 of the Constitution challenging the judgment of the Artha Rin Adalat without making any case covered under the aforesaid Article not to speak of any ground touching fundamental rights of the petitioner. As a result the superior courts are burdened with unnecessary petitions causing wastage of public time which should be discouraged by all concerned including the learned members of the Bar, who are as well officers of the Court."

উপরোক্ত নজিরগুলির সিদ্ধান্তের আলোকে ইহা সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক সুমীমাংসিত সিদ্ধান্ত যে অর্থঋণ আদালতের কোন আদেশ, রায়-ডিক্রির বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিকারের বিধান অর্থঋণ আদালত আইনেই রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে অযথা উচ্চ আদালতের সময় ক্ষেপন না করার জন্য ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ আদালত বারের বিজ্ঞ আইনজীবী যাহারা আদালতের অফিসার হিসাবে গণ্য তাহাদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত শক্ত ভাষায় নিরূৎসাহিত করিয়াছেন। যে বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত ২৬বিএলডি(এডি) পৃষ্ঠা ২৫০ সিদ্ধান্ত বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগসহ সকল অধঃস্তন আদালতের অবশ্য পালনীয়। এক্ষেত্রে অর্থঋণ আদালতের আদেশ বা রায়-ডিক্রীর বিরুদ্ধে আনীত সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের দরখাস্ত শুধুমাত্র একটা বাক্যেই নিষ্পত্তি করার বিধান সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা সকলের জন্য সাংবিধানিকভাবে বাধ্যকর। যেহেতু

সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তই আইন সেহেতু অর্থঋণ আদালতের আদেশ রায় -ডিক্রির বিরুদ্ধে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আনীত রীট আবেদনগুলি সাধারণ (Common) আদেশে নিস্পত্তি/রুল খারিজ এর আদেশ প্রচার হইলে অর্থঋণ আদালত আইনের বিশেষত্ব যেমন আইন অনুযায়ী বজায় থাকিবে তেমনি অর্থঋন আদালতের আদেশ-রায়-ডিক্রির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আসার আগ্রহও হ্রাস পাইবে এবং সুপ্রীম কোর্টের মামলা মোকদ্দমার জট খুলার পথ প্রশস্ত হইবে। তাই বলা যাইতে পারে। "অর্থঋণ আদালতের কোন আদেশ রায়-ডিক্রির বিরুদ্ধে রীট আবেদন রক্ষণীয় নয় মর্মে সরাসরি খারিজযোগ্য।"

উপরোক্ত আলোচনা উল্লেখিত নজিরগুলির সিদ্ধান্ত, অর্থঋণ আদালত আইন তর্কিত আদেশ উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় অর্থঋণ আদালতের আদেশ, রায় ও ডিক্রী বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিকল্প ও সমপ্রদফল পাওয়ার যথাযথ বিধান থাকা সত্ত্বেও দরখাস্তকারী সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অবজ্ঞা করিয়া ইচ্ছাকৃত অযথা সময় ক্ষেপণ করিয়া অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধি বিধানকে পাশ কাটিয়া অত্র রীট আবেদনটি দায়ের করিয়াছেন যাহা রীট এখতিয়ার রক্ষণীয় নহে মর্মে দরখাস্তকারীর আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টান্তমূলক খরচাসহ খারিজ হওয়া উচিৎ। কিন্তু অর্থঋণ আদালত আইনের বর্তমান সংশোধনীতে দরখাস্তকারীকে যে মাশুল দিতে হইতে পারে তাহাতে দৃষ্টান্তমূলক খরচারও আধিক কর্ম ফল ভোগ করিতে হইবে বিধায় খরচা দেওয়া হইল না। অর্থঋণ আদালত, দিনাজপুর, অর্থজারী কেইস নং ৭৪৮/২০০৩ এ প্রদত্ত ২২/৭/২০০৮ ইং

তারিখের আদেশ কোন অবস্থায় আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে প্রদত্ত হয় নাই বিধায় উক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার ন্যূনতম কোন হেতুবাদ নাই।

অতএব উপরোক্ত কারণ ও পর্যালোচনায় রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নয় মর্মে রুলটি খারিজ হওয়া উচিৎ।

অতএব,

আদেশ,

রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নয় বিধায় রুলটি বিনা খরচায় (Discharge) খারিজ করা হইল। ইতির্পূর্বে প্রদত্ত Stay আদেশটি প্রত্যাহার করা হইল।

বিচারপতি এ,এইচ, এম শামসুদ্দিন চৌধুরীঃ

আমি একমত।